বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

উনবিংশ সংখ্যা

১৫ই মাহে এখা—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই অক্টোবর, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

কোরবানী বা ত্যাগ ছাড়া খোদাতা'লার নৈকট্য-লাভ অসম্ভব

খোদাতা'লার দরগাহের অগ্রণীদের মধ্যে শামেল হইতে হইলে নিজ ওয়াদা সত্বর পূর্ণ করুন

তাহ্‌রিকে-জদীদের চাঁদা সত্বর আদায় করুন

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪০ তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমি পুনঃ পুনঃ জমাতকে বলিয়া আসিয়াছি যে, **সেই কাজই আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজল' বা বিশেষ অনুগ্রহ আকর্ষণ করে যাহা 'এস্তেকালাল' বা অধ্যবসায়ের সহিত করা হয়।** ইহা সম্ভব নয় যে বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কাজ করিবে আর আল্লাহ্‌তা'লা তাহার কোন প্রতিদান দিবেন না। সাধারণ আত্ম-সম্মান জ্ঞান-শীল কোন ভদ্রলোকও অপরের নিকট ঋণী থাকিতে চায় না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা কি বান্দার এহসান বা সৎকাজের প্রতিদান না দিয়া থাকিতে পারেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা বান্দার সৎকাজের প্রতিদান দেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিদান প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থানুযায়ী হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে বলেন :—

كل نمد هؤلاء و هؤلاء —

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেককে সাহায্য করি, কাফেরকে কাফেরের রঙ্গে এবং মোমেনকে মোমেনের রঙ্গে। কাফের সমস্ত কাজই দুনিয়ার জন্য করে, তাই তাহাকে দুনিয়াই প্রদান করা হয়; পক্ষান্তরে খাঁটি মোমেন সকল কাজই আল্লাহ্‌র জন্য করে, তাই তাঁহাকে ইমান দান করা হয়।"

কখন কখন দুর্ব্বল ও অজ্ঞ মোমেনগণের হৃদয়েও এই প্রশ্ন উঠে যে, কাফেরগণ এত ধন-ঐশ্বর্য্য লাভ করে কেন? এই সকল মোমেন একথা জ্ঞাত নহে যে, এই ধন-ঐশ্বর্য্য তাহাদের হিতের জন্য নয়, বরং এই জন্য, যেন তাহারা পরীক্ষায় অপরিপক্ক প্রতিপন্ন হয় এবং খোদাতা'লার অভিশাপ তাহাদের প্রতি প্রকোপিত হয়। কতিপয় পুণ্য কাজ মোমেনগণও করেন, কাফেরগণও করে। যথা—কাফেরগণও সত্য কথা বলে, দান-দক্ষিণা করে, অপরের জন্য কোরবানী করে, গরীবদের শিক্ষার জন্য সাহায্য করে, এতীম ও বিধবাদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু তাহারা এই সকল কাজ খোদাতা'লা হইতে পার্থিব প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে করে এবং খোদাতা'লা যেহেতু ওয়াদা করিয়াছেন যে—كل نمد هؤلاء و هؤلاء— অর্থাৎ "আমি কোন অবস্থায়ই কাহারো নেক বা সৎকাজ বিনষ্ট করা উচিত মনে করি না; তাই আমি প্রত্যেককে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতিদান দেই। কাফেরগণ দুনিয়ার জন্য কাজ করে, তাই আমি তাহাদিগকে দুনিয়া দেই; মোমেনগণ খোদা-তা'লার জন্য করে তাই তাহাদিগকে ইমানের দিক দিয়া উন্নতি দেই।" কিন্তু ইহার এই অর্থ নয় যে, মোমেনদের পার্থিব উন্নতি লাভ হয়ই না। মোমেনদেরও দুনিয়া লাভ হয়, কিন্তু তাহা অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ, কাজের স্বাভাবিক প্রতিফল স্বরূপ নহে। কাফের কোন সৎকাজ করিলে, তাহা পার্থিব কোন রূপ উন্নতি লাভের উদ্দেশ্যে করে, তাই তাহাদিগকে পার্থিব উন্নতিই দেওয়া হয়। খৃষ্টানদের সম্পর্কে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু বহু হিন্দু সম্পর্কে আমার এরূপ অভিজ্ঞতা আছে। তাহারা দোয়ার জন্য অনুরোধ করে বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই এইরূপ অনুরোধ করে,

"দোয়া করুন যেন আমার অমুক তেজারতে উন্নতি লাভ হয়, ধন বৃদ্ধি হয়," কিম্বা এরূপ কোন দোয়া করিবার জন্য বলে, যাহার ফলে ধন বৃদ্ধি হয়। এই সকল লোকদের লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন— كل نمد هؤلاء و هؤلاء অর্থাৎ "আমি তাহাদিগকেও তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে সাহায্য করি।"

কিন্তু মোমেনের অবস্থা অন্যরূপ। মোমেন ধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে না, বা তেজারতে ও কারবারে উন্নতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা ও জাকাৎ ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করে না। সে সকল কাজই খোদা-লাভের উদ্দেশ্যে করে, এবং ফলে তাহার খোদা লাভ হয়। অবশ্য পার্থিব উন্নতিও তাহার লাভ হয়, কিন্তু তাহা অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ। সাহাবাগণ যে-এবাদত করিতেন, যে-নামাজ, রোজা ও জেহাদ করিতেন, তাহা দুনিয়ার ধন-ঐশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে করিতেন না, বরং খোদাতা'লার নাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং খোদাতা'লাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে করিতেন এবং এই উদ্দেশ্য তাঁহাদের সফল হইয়াছিল। দুনিয়াও তাহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এক অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ, সৎ-কাজের প্রতিদান স্বরূপ নহে। বস্তুতঃ, মোমেন কাজ করে খোদার জন্য, কিন্তু কাফের করে দুনিয়ার জন্য।

সুতরাং প্রত্যেক মোমেনের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, সে যে-সৎকাজ করিতেছে তাহার ফলে তাহার ইমান বৃদ্ধি পাইতেছে কি-না। যদি ইমান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং অধিক পুণ্যকাজ করিবার শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোরবানী কবুল হইয়াছে, নতুবা বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোরবানী প্রকৃত অর্থে কোরবানী ছিল না। পরীক্ষায় যদি সাব্যস্ত হয় যে, কল্য সে যে-আনন্দের সহিত চাঁদা প্রদান করিয়াছিল, অদ্য তাহার সে-আনন্দ নাই, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার কল্যকার কোরবাণী ত্রুটী-পূর্ণ ছিল, তাই আল্লাহ্‌-তা'লা তাহা হইতে "ইমানের নূর" ছিনাইয়া নিয়া গিয়াছেন। যদি তাহার অদ্যকার নামাজ, রোজা ও জাকাৎ কল্যকার নামাজ, রোজা ও জাকাৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার পূর্ব্বকার এবাদতে 'নুকছ' বা ত্রুটি ছিল। কেননা মোমেন খোদার উদ্দেশ্যে পুণ্যকাজ করে, সুতরাং পুণ্য কাজের ফলে তাহার খোদা-লাভ হওয়া উচিত—এবং খোদা-প্রাপ্তির অর্থ এই যে, খোদার 'এবাদত' বা উপাসনা-আরাধনায় এবং নেকী ও কোরবাণীতে উন্নতি লাভ হয়। মোমেন খোদার জন্য যে কাজ করে, খোদা তাহার ফলে তাহাকে ইমানে উন্নতি দান করেন এবং অধিকতর পুণ্য কাজ করিবার 'তৌফিক' বা ক্ষমতা প্রদান করেন। তাহার অদ্যকার এবাদত ও কোরবানী যদি 'মক্‌বুল' বা গৃহীত হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য তাঁহার কোরবানীর আরো ক্ষমতা লাভ হইবে এবং আগামী কল্যের নেকী ও এবাদত অদ্যকার হইতে শ্রেষ্ঠতর হইবে; এইরূপে আগামী পরশুকার আগামী কল্যকার হইতে এবং চতুর্থ দিনের তৃতীয় দিন হইতে শ্রেষ্ঠতর হইবে। ইহারই নাম 'এস্তেকামাত'।

এস্তেকামাত ইমানের অঙ্গ এবং উহার এক অপরিহার্য্য অংশ। কোন মোমেনের পক্ষে প্রকৃত কোরবানী করিয়া অধিকতর পুণ্য অর্জ্জনের ক্ষমতা লাভ না করা সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ পুণ্য কার্য্য 'মকবুল' বা গৃহীত হওয়ারই নাম 'এস্তেকামাত'। কাহারো 'এস্তেকামাত' লাভ না হইলে, বুঝিতে হইবে যে, তাহার পুণ্যকার্য্য 'মকবুল' হয় নাই, নতুবা অধিক পুণ্য সাধনের ক্ষমতা তাঁহার নিশ্চয়ই লাভ হইত।

পুণ্যানুষ্ঠানে মোমেন আনন্দ অনুভব করে, তাই একটি পুণ্যকার্য্য সাধনের পর মোমেন আর একটি পুণ্য কার্য্যের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। আমের মওসুম আসিলে সকলই আম খাইবার জন্য উৎসুক হয়। যাহারা নিতান্তই গরীব এবং পয়সা দিয়া কিনিতে অক্ষম তাহারাও অন্ততঃ দোকানদারদের ফেলে-দেওয়া পঁচা আমটি হইলেও গলি হইতে উঠাইয়া খায়। এরূপও দেখা গিয়াছে যে, গরীবের ছেলেরা অপরের চুষা আমের আঁটিটি পর্য্যন্ত উঠাইয়া চুষিয়া খায়। মোট-কথা, আমের দিন আসিলে লোক স্বতঃই আম খাইবার জন্য প্রেরণা অনুভব করে। বস্তুতঃ যে-জিনিষের স্বাদ মানুষ একবার উপভোগ করিয়াছে, সেই জিনিষ পুনরায় উপভোগ করিবার জন্য, মানুষ উৎসুক থাকে। পুণ্যের বেলায়ও তাহাই। মোমেন যদি পুণ্যের স্বাদ বুঝিতে পারে তবে স্বতঃই তাহা লাভ করিবার জন্য প্রেরণা অনুভব করে। প্রকৃত ইমান ইহাই যে, পুণ্য কার্য্যে কাহারো স্মরণ করাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হয় না, এবং পুণ্য কার্য্য মকবুল হইবার লক্ষণ এই যে, আরো পুণ্য কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ হয়, এবং পুণ্য কার্য্য সাধনে আনন্দ উপভোগ হয়।

এই পরখটি দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইমান অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া নিতে পারে। বহু লোক নিজ ইমান পরীক্ষায় উদাসীন। ফলে সে এক দিন বে-ইমান হইয়া পড়ে এবং বুঝিতেই পারে না যে, সে কি হইয়াছে। অথচ প্রত্যহ নিজ ইমান পরীক্ষা করিলে সে ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া যাইত। এইরূপে প্রত্যেকেই প্রত্যহ নিজ ইমান পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, সে ইমানে উন্নতি করিতেছে, না পতিত হইতেছে। যদি সে দেখিতে পায় যে, সে স্থায়ী ভাবে ইমানের স্বাদ ও পুণ্যের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেছে তবে তাহার নিজ ইমান সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়া উচিত। এক অস্থায়ী অবস্থা প্রত্যেক মোমেনেরই হয়। সাহাবাগণ এক দিন আঁ-হজরতের (সাঃ) খেদমতে নিবেদন করেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা যখন আপনার মজলিসে বসি তখন আমাদের ইমান সতেজ হয়, কিন্তু বাহিরে গেলে এই অবস্থা থাকে না।" আঁ-হজরত (সাঃ) উত্তর করেন, "যদি সর্ব্বদাই দোজখ তোমাদের চোখের সামনে থাকে তবে তোমরা মরিয়াই যাইবে।"

বস্তুতঃ অস্থায়ী শৈথিল্য কোন দোষের নয়। মানুষের হৃদয় কখন কখন একটু আরাম করিতেও চায়। কখন কখন সে চায় যে, নিজ স্ত্রী-পুত্রের নিকট বসিয়া একটু কথাবার্ত্তা বলে। ইহা কোন দোষের নয়। বর্ষাকালে দরিদ্রতম ব্যক্তিও কখন কখন হালুয়া-পুরী পাকাইয়া খায়। এই জন্য তাহাকে ভোগ-বিলাসী বলা চলে না। ভোগ-বিলাসী সেই ব্যক্তি, যে ভোরে উঠিয়াই পানাহারে রত হয় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

তাহাতে লিপ্ত থাকে। কখন কখন কোন গরীবের পক্ষে পুরী, পরটা বা পলাও পাকাইয়া খাওয়া ভোগ-বিলাস নহে, ইহা তো স্বাস্থের জন্য প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও তাহাই। সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়া ভোগ-বিলাসের পরিচায়ক; কিন্তু কখন কখন একটু আরাম করিতে চাওয়া, বা স্ত্রী-পুত্রের নিকট বসিয়া কথা-বার্ত্তা বলা, ভোগ-বিলাস নহে। উদাসীন বলিতে বুঝায়, পার্থিব বিষয়ে একেবারে মজিয়া যাওয়া এবং হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ না থাকা। বৎসরে দুই চার বার ভাল খাদ্য খাওয়া বা ঈদের সময় কোন কাপড় প্রস্তুত করা ভোগ-বিলাস নহে। এই রূপ কখন একটু আরাম করা শৈথিল্য নহে।

'কব্‌জ' বা আধ্যাত্মিক কাঠিন্যও মোমেনের হয়। কোরান-করীমেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্ম-কার্য্যে স্থায়ী ভাবে শিথিল ও উদাসীন হইয়া পড়া ইমানের দিক দিয়া পতনের লক্ষণ।

আমার এই সকল কথা বলিবার কারণ এই যে, এ বৎসরের তাহরিক-জদীদ ঘোষিত হওয়ার পর আজ আট মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এবৎসরের অর্দ্ধেক টাকাও আদায় হয় নাই। এখন আসিবার সময় আমাকে একখানা লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বুঝা যায় যে, বহু ছোট ছোট জমাত এরূপ আছে, যাহাদের পক্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত এক পয়সাও আদায় হয় নাই। এতদ্ব্যতীত বহু জমাত আছে যাহারা শতকরা ৩৩৲ টাকার বেশী আদায় করে নাই; কতিপয় জমাত শতকরা ৫০৲ টাকা বা ৭০৲ টাকাও আদায় করিয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ টাকা আদায় করিয়াছে এরূপ জমাতের সংখ্যা খুবই কম। অথচ আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, যাহারা আদায় করিতে অক্ষম তাহারা যেন ওয়াদাই না করে। এরূপ বৃথা ওয়াদাকারী লোক জমাতের উন্নতি করা ত দূরের কথা, বরং ক্ষতি-সাধন করে।

মোমেনের ওয়াদার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়। এরূপ অবস্থায় যদি কিছু ওয়াদা অপূরণ থাকে তবে কার্য্যের অবশ্যই ক্ষতি হয় এবং এই ক্ষতির জন্য তাহারাই দায়ী যাহারা ওয়াদা করিয়া তাহা পূর্ণ করে নাই। এরূপ লোক প্রকৃত পক্ষে বে-ইমান এবং ধোকা-বাজ। আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, কেবল নাম লেখানের মধ্যে 'ছোয়াব বা পুণ্য নহে, বরং তাহা আজাব বা শাস্তি ভোগের উপায়।...তাহারা নাম লেখাইয়া মিথ্যা সম্মান তো লাভ করিয়াছে, কিন্তু খোদাতা'লার অভিশাপের পাত্র হইয়াছে।

আমি পুনঃ পুনঃ এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এক দল লোক এরূপ রহিয়া গিয়াছে যাহারা ওয়াদা করার সময় নাম লেখায়, কিন্তু ওয়াদা পূর্ণ করে না, এবং আদায় করার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তাহাদের এই কার্য্য নিশ্চয়ই হিতকর নহে, বরং অহিতকর। ইহা যেন নিজ হাতে নিজ নাক কাটিয়া দেওয়া। শত্রুরও যদি নাক কাটিয়া দেয়, তাহাও ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করা হয়, এবং রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় লোক বলে, নাক-কাটা যাইতেছে। আর এই সকল লোক অস্ত্র লইয়া নিজ হাতে নিজ নাক কাটিয়া দিতেছে। এরূপ লোক পাগল বা নির্ব্বোধ ছাড়া আর কি হইতে পারে? যে-চাঁদায় কোন বাধ্য-বাধকতা নাই তাহাতে স্বেচ্ছায় নাম লেখাইয়া তাহা আদায় না করতঃ জমাতকে অপদস্থ করাও নিজ হাতে নিজের নাক-কাটার মত পাগলামি বা বোকামি। আমি বার বার বলিতেছি যে, যাঁহারা খোদাতা'লার সমীপে 'ছাবেকুন' বা অগ্রণী হইতে আন্তরিক ইচ্ছা রাখেন শুধু তাঁহারাই যেন এই ওয়াদায় নাম লেখান, শুধু মানুষের নিকট সম্মানি প্রাপ্ত হইবার মানসে কেহ যেন এই ওয়াদায় নাম না লেখান। কিন্তু তথাপি আমি দেখিতেছি, কতিপয় লোক এমনি নাম লেখাইয়া দেয়। কেহ যদি এই মনে করিয়া থাকে যে, বিনা কষ্টেই সে খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে তবে সে ভ্রান্ত। কোরবানী ছাড়া খোদাতা'লার সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব।

বর্ত্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে, হাজার হাজার লোক যুদ্ধে কোরবাণী করিতেছে। আজকালকার যুদ্ধের রীতি পূর্ব্বকার মত নয় যে, তরবারী হাতে লইয়া এক বাহাদুর ময়দানে বাহির হইয়া বলিল, আস, কে আমার সম্মুখীন হইবে"। আজকাল তো এই অবস্থা যে, লোক আরামে ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় উপর হইতে এক বোমা পতিত হয় এবং বহু লোক তাহাতে ধ্বংস হইয়া যায়, কাহারো মোকাবেলা করিবার সুযোগই হয় না এবং কেহ কোন বাধাও দিতে পারে না। সাহস ও বাহাদুরী দেখাইবার কোন উপায় নাই। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় লোক সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করতঃ যুদ্ধে এরূপ কীর্ত্তি সাধন করে যে, তাহা পাড়িয়া চমৎকৃত হইতে হয়। পূর্ব্বেও আমি একটি ঘটনা শুনিয়াছি এবং এখন পত্রিকায় আর একটি ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী আহত হইয়া জার্ম্মাণ-অধিকৃত স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী তাহার তালাসে বাহির হইল এবং নিজ হেড্ কোয়ার্টারে 'ফোন্' করিল, "আমি তাহার তালাসে বাহির হইতে চাই, একখানা লড়ি পাঠাইয়া দিন"। হেড্ কোয়ার্টার হইতে উত্তর আসিল, "আমরা তোমাকে এরূপ বিপদ-সঙ্কুল স্থানে পাঠাইতে পারি না। সেখানে শতকরা নিরনব্বই ভাগ সম্ভাবনাই মারা যাইবার বা অন্ততঃ কয়েদ হইবার। আমরা তোমাকে আদেশ দেই না, তবে স্বেচ্ছায় চাহ যাইতে পার।" ফলতঃ সে লরী লইয়া শত্রুদের পাহাড়া এড়াইয়া তথায় পৌঁছিল এবং সেই ব্যক্তিকে এবং আরো কতিপয় আহত ব্যক্তিকে তালাস করিয়া নিয়া আসিল। এরূপ বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় শত্রু অধিকৃত স্থানে যাওয়া নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দৈবক্রমেই সে বাঁচিয়া আসিয়াছিল, নতুবা বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু স্বেচ্ছায় সে নিজকে এই কোরবাণীর জন্য পেশ করিয়াছিল।

বস্তুতঃ যুদ্ধে লোক মহ মহা কোরবাণী করিতেছে এবং এরূপ বিপদে নিজকে নিজে ফেলিতেছে যে, তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যহই এরূপ দশ বিশটি ঘটনা ঘটিতেছে। উপরুক্ত ঘটনাটি তো নিজ জাতির জন্য কোরবাণীর একটি দৃষ্টান্ত। ভিন্ন জাতির জন্য কোরবাণীরও 'শানদার' দৃষ্টান্ত

রহিয়াছে। ইদানিং একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি ব্রিটিশ জাহাজ জার্ম্মাণ কয়েদীদিগকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় জার্ম্মাণগণ নিজেরাই অজ্ঞতা বশতঃ টর্পেডো দ্বারা সেই জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। কতক লোক নৌকায় চড়িল, আর কতক লোক লাইফ-বেল্টের আশ্রয় লইল। এই জাহাজের এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী দেখিল যে, জনৈক জার্ম্মাণ কয়েদীর নৌকায়ও স্থান হইল এবং সে লাইফ-বেল্টও পাইল না। তখন সেই কর্ম্মচারী তাঁহার নিজের লাইফ-বেল্ট তাহাকে দিয়া দিলেন এবং নিজে যাইয়া কাপ্তানের নিকট দাঁড়াইলেন। জাহাজ ডুবিয়া গেল এবং তিনিও কাপ্তানের সঙ্গে ডুবিয়া গেলেন। ফলতঃ তিনি শত্রুর প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ দিলেন।

আমরা আজকাল এই সকল ঘটনা পড়িয়া এই জন্য চমৎকৃত হই যে, আজকাল মোসলমানদের মধ্যে সেই শানদার ইমান নাই, যাহা প্রাথমিক মোসলমানগণের মধ্যে ছিল। তাই আজ মোসলমানদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত মিলে না। নতুবা প্রাথমিক যুগের মোসলমানদের মধ্যে তো এরূপ শান্‌দার দৃষ্টান্ত সমূহ পাওয়া যায় যে, সেই সকল ঘটনার সহিত এই সকল ঘটনার তুলনাই হইতে পারে না। হজরত উমরের (রাঃ) যুগে এক যুদ্ধে মোসলমানগণ শত্রুদিগকে পরাজিত করেন। তখন কঠোর গ্রীষ্ম ছিল। সেই যুদ্ধে এক এক জন মোসলমানকে দুই শত করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইতে হইয়াছিল, তাই কতিপয় মোসলমান আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছিল। তখন এক জন লোক তথায় যাইয়া দেখিল যে, জনৈক ছাহাবী আহত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছিল এবং তিনি জল চাহিতেছেন। সেই ব্যক্তি জলের ভাণ্ড হইতে তাঁহাকে জল দিল। তিনি জল পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন, অনতি দূরে আর এক জন মোসলমান তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'মনে হয় তাঁহার পিপাসা অধিক, অতএব প্রথম তাঁহাকে পান করাও"। জলদাতা জল লইয়া সেই ব্যক্তির নিকট গেলে, সেই ব্যক্তি অপর এক জনের প্রতি ইসারা করিয়া বলিলেন, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক তৃষ্ণার্ত্ত বলিয়া বোধ হয়, প্রথম তাঁহাকে পান করাও"। এইরূপে জল-দাতা দশ জন লোকের নিকট জল লইয়া গেল। সে দশম ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া দেখিল যে, তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর সে জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সকলই ইহ-ধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

একবার ভাবিয়া দেখুন, ইহা কত বড় কোরবাণী! মৃত্যু সম্মুখে, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং কঠোর পিপাসায় কষ্ট পাইতেছে। কিন্তু তথাপি প্রত্যেকের চেষ্টা এই যে, প্রথম আমার ভাই জল পান করুক, তারপর আমি পান করিব। কিন্তু আজ মোসলমানদের এই অবস্থা নাই, তাহাদের মধ্যে ইমানের নূর নাই। তাই আজ কাফেরগণ হইতে এই সকল দৃষ্টান্ত দিতে হয়। আমাদের মধ্যে এই 'গয়রত' (আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ) হওয়া উচিত যে, কাফেরগণই এরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছে, আমাদের যুবগণের তো তদপেক্ষা অনেক অধিক 'শান্‌দার' দৃষ্টান্ত পেশ করা উচিত।

অতএব আমি জমাতের বন্ধুগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাহরিক'জদীদের চাঁদা স্বেচ্ছা-মূলক, অতএব ইহা আদায় করিবার জন্য তাহাদিগকে পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত এবং একথাও ভাবা উচিত যে, যদি তাহারা এই কোরবাণী পেশ করিতে অক্ষম হয় তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, তাহাদের প্রথম কোরবাণী কবুল হয় নাই! নতুবা তাহাদের মধ্যে এই শৈথিল্য সৃষ্টি হইত না। শৈথিল্যের অর্থই এই যে, আগেকার কার্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অতএব আমি পুনরায় বলিতেছি, বন্ধুগণ শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করুন। কারণ শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যের ফলে পূর্ব্বকার কোরবাণীও নষ্ট হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে তো এক মুহূর্ত্তের জন্যও মানুষের সম্মুখ হইতে মৃত্যু অপসারিত হইতে পারে না। আমি এখনই লাহোর হইতে আসিলাম। তথায় উক্ত জাহাজের জন্য চাঁদা দিবার প্রেরণা জন্মাইবার জন্য উক্ত জাহাজ হইতে বিজ্ঞাপন নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"হইতে পারিত যে, এই বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে তোমাদের উপর জার্ম্মাণ বা রাশিয়ার বোমা পতিত হইত। যদি তাহাই হইত তবে একবার ভাবিয়া দেখ তোমাদের কি দশা হইত। অতএব এই সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি কর এবং সহর রক্ষার্থ উক্ত জাহাজ ক্রয় করিবার জন্য চাঁদা দাও।"

বর্ত্তমানে দুনিয়াতে আর দূরত্বের প্রশ্ন নাই। উক্ত জাহাজ দুই তিন হাজার মাইল দূর যাইয়া আক্রমণ করতঃ পুনরায় ফিরিয়া আসে। শত্রুগণের এরূপ সুযোগ আছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষও আক্রমণ করিতে পারে। যদিও এখনো আক্রমণ হয় নাই, কিন্তু আশঙ্কা অনুভূত হইতেছে। এক দিক দিয়া চীন-জাপানে যুদ্ধ চলিতেছে, আমেরিকা পৃথক দাঁড়াইয়া আছে, ইউরোপে তো যুদ্ধ চলিতেই আছে। চতুর্দ্দিকে বিপদই বিপদ। বিপদও এরূপ যে, বাহাদুরী দ্বারা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নহে। কেহ বুক ফুলাইয়া একথা বলিতে পারে না যে, "আস, কে আমার সম্মুখে আসিবে"। উক্ত জাহাজ উপর হইতে আক্রমণ করে এবং কখন কখন তাহা দৃষ্টি-গোচরই হয় না। বিশ ত্রিশ হাজার ফুট উপরে উড়িতে থাকে। চিল দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু জাহাজ দৃষ্ট-গোচর হয় না কেবল বোমা পতিত হয়। মৃত্যুকে এত নিকটবর্ত্তী দেখিয়াও যদি মোমেন নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি না করে তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয়। অতএব আমি বন্ধুগণকে আহ্বান করিতেছি যেন তাঁহারা নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করেন এবং সময়ের গুরুত্বের দিক লক্ষ্য করিয়া কোরবাণীতে শিথিল না হইয়া অধিকতর সতেজ হন। এরূপ বিপদ-সঙ্কুল সময়ও যে-ব্যক্তির হৃদয় খোদার দিকে না ঝুকে, সে বাহ্যতঃ জমাতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও খোদাতা'লার বিচারে সে মোমেন নহে এবং খোদাতা'লা আপন 'ফজল' বা বিশেষ আগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে বাঁচাইবার

কোন হেতু নাই। এরূপ লোক মোমেনের জমাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খোদাতা'লার শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। হালাকুহা যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তখন বাগদাদে এক জন বুজুর্গ (সাধু-পুরুষ) বাস করিতেন। লোক তাঁহার নিকট যাইয়া দোয়া করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। বুজুর্গ উত্তর করেন, "আমি দোয়া করিব কি, যখনই দোয়া করিতে লাগি তখন ফেরেস্তার এই আওয়াজ আসিয়া আমার কানে পৌঁছে—,

يا ايها الكفار اقتلوا الفجار

অর্থাৎ "হে কাফেরগণ! এই সকল মোসলমান যাহারা বে-দীন ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকে 'কাতল' কর। এরূপ বিপদ-সঙ্কুল ও ভীতি-পূর্ণ সময়েও যে-ব্যক্তি ধর্ম্ম-সেবায় উদাসীন এবং কোরবাণী করিতে পরাঙ্মুখ—অথচ আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা রহিয়াছে যে, এই কোরবাণীর ফলে মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে 'জান্নাত' (স্বর্গ) দিবেন এবং পুরস্কৃত করিবেন—সে কেমন করিয়া ইমানের দাবী করিতে পারে? যুদ্ধে যাহারা কোরবাণী করে তাহাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে 'জান্নাত' বা কোন পুরস্কার পাইবার আশা নাই। কেহ জার্ম্মাণের জন্য কোরবাণী করে, কেহ ফ্রান্সের জন্য, কেহ ইংলণ্ডের জন্য। কিন্তু যে-হতভাগা স্বয়ং ওয়াদা করিয়া এবং কোরবাণীর ফলে খোদাতা'লার তরফ হইতে পুরস্কারের ওয়াদার কথা জানিয়াও খোদাতা'লার পথে কোরবাণী করিতে পরাঙ্মুখ হয় সে কেমন করিয়া খোদাতা'লার 'ফজল' প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারে? খোদাতা'লা তাহাদিগকে বলিবেন "তোমাদের সামনে এরূপ লোক ছিল যাহারা খোদাতা'লার তরফ হইতে পুরস্কারের কোন ওয়াদা না পাওয়া সত্ত্বেও কেবল পার্থিব সম্মান ও ক্ষণ-স্থায়ী আরামের জন্য কোরবাণী করিয়াছে, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, কিন্তু তোমরা ধর্ম্মের জন্যও কোরবাণী কর নাই। এরূপ অবস্থায় তোমরা কেমন করিয়া আশা করিতে পার যে, তোমরা আমার ফজল প্রাপ্ত হইবে?" হিটলার কি জন্য যুদ্ধ করিতেছে? ইউরোপ জয় করিবার জন্যই বটে। কিন্তু ইউরোপ দুনিয়ার বড় অংশ নয়। আয়তন, লোক-সংখ্যা ও উৎপন্ন-দ্রব্য ইত্যাদি সকল হিসাবেই ইউরোপ এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকা হইতে হীন। কিন্তু এই হীন দেশ জয় করিবার জন্যই জার্ম্মাণী কত কোরবাণী করিতেছে। পক্ষান্তরে রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মোমেনের 'জান্নাত' সমস্ত আকাশ-পাতালের সমান। আজ পর্য্যন্ত দুনিয়াতে এরূপ লোক হয় নাই যাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা এক মোমেনের আশা-আকাঙ্ক্ষার হাজার অংশেরও সমান হয়। পুরস্কারের এত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি কোরবাণী হইতে পরাঙ্মুখ হয় তবে তাহার সম্বন্ধে একথা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে যে, তাহার হৃদয় "ইমানের নূর" হইতে সম্পূর্ণ বিবর্জ্জিত।

তাহরিকে-জদীদের কোরবাণীতে যোগদান মৃত্যু নয় প্রকৃত জীবন

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন]

"আমি জমাতের বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি যেন তাঁহারা তাহরিক-জদীদের প্রত্যেক প্রকারের কোরবাণীতে যোগদান করেন এবং যে-ওয়াদা করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করেন এবং স্মরণ রাখেন যে, তাঁহাদিগকে এক মৃত্যু বরণ করিতে আহ্বান করা হইতেছে। তোমাদের কেহ কেহ বলিয়া থাকে, "আমরা সিনেমা না দেখিয়া মরিয়া গিয়াছি, আমরা সর্ব্বদা সাদা-সিদে জীবন-যাপন করিতে করিতে মরিয়া গিয়াছি, আমরা রাত-দিন চাঁদা দিতে দিতে মরিয়া গিয়াছি।" আমি তো বলি, এখনো তোমরা জীবিতই আছ, আমি তোমাদের নিকট সত্যিকারের মৃত্যুই চাহিতেছি, কারণ খোদাতা'লা বলেন, "যখন তোমরা মরিয়া যাইবে, তখন পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিব"।

বস্তুতঃ মৃত্যু বরণ করিতেই খোদা এবং তাঁহার রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন এবং স্মরণ রাখিও, তোমরা যখন মরিয়া যাইবে তখন খোদাতা'লা তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। অতএব তোমরা আমাকে একথা বলিয়া ভয় দেখাইও না যে, "এই আহ্বান-সমূহে সাড়া দেওয়া মৃত্যু বটে"। আমি বলি, এই মৃত্যু তো কিছুই নহে, ইহা অপেক্ষা কঠোরতর মৃত্যু তোমাদের বরণ করা উচিত, যেন খোদাতা'লার তরফ হইতে পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পার। অতএব ইহা মৃত্যু হইয়া থাকিলেও খুসীর মৃত্যু। বড়ই মোবারক (ধন্য) সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুর এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করেন, কারণ তাঁহারা খোদাতা'লার হাতে চিরকালের জন্য জীবন লাভ করিবেন।

আল্লার পথে কে আমার সহায় হইবে

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ ছানি]

এ বৎসর তাহরিক-জদীদের ওয়াদায় এবং তাহা পূর্ণ করায় কতকটা শৈথিল্য দর্শিত হওয়ায় আমি এবিষয়ে জমাতের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষিত করিয়াছিলাম। ইহাতে নিষ্ঠাবান লোকগণ এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বল ও অক্ষম ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। ফলে নিষ্ঠাবান ভ্রাতাগণের প্রশংসার্হ কোরবানী সত্ত্বেও এ বৎসর বিগত বৎসরের তুলনায় চাঁদা আদায় অনেক কম হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত মোটের উপর শত করা ষাট ভাগ চাঁদা আদায় হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগের তো আদায় খুবই কম হইয়াছে। বন্ধুগণ হয় ত মনে করিয়াছেন যে, আমার সাম্‌নে যে-লিষ্ট পেশ হওয়ার ছিল হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাড়াতাড়ি করার আবশ্যক নাই। তাহারা হয় ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমারও এক জন কর্ত্তা আছেন এবং তাঁহার সমীপে সর্ব্বদাই নিষ্ঠাবান লোকদের লিষ্ট পেশ হইতেছে। এ কথার মাহাত্য ও গুরুত্ব যদি তাঁহারা উত্তম রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন তবে তাঁহারা সাহস হারাইয়া বসিয়া পড়িতেন না। বন্ধুগণের স্মরণ রাখা উচিত যে ঃ—

১। কেহ যদি দৈবক্রমে কোন বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারে তবে তাহার পক্ষে অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান লাভ করিতে চেষ্টা না করা আত্ম-বৈরীতা। কেহ যদি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিতে না পারে তবে সে অন্ততঃ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিতে চেষ্টা করে। দুনিয়ার সকল কাজেই এইরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়। অতএব ধর্ম্মের কাজে প্রথম স্থান না পাইলে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিতে চেষ্টা না করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

২। যদি কোন অক্ষমতা বশতঃ আপনি এখানে প্রথম লিষ্ট-ভুক্ত না-ও হইয়া থাকেন তবু আল্লাহ্‌তা'লার লিষ্টিতে আপনি প্রথম লিষ্ট-ভুক্ত হইবেন, তবে সর্ত্ত এই যে, আপনার পক্ষ হইতে কোনরূপ শৈথিল্য না হওয়া চাই।

৩। যদি আপনি শৈথিল্য বশতঃ ওয়াদা পূর্ণ করিয়া না থাকেন তবে আপনি এখনো ওয়াদা পূর্ণ করিয়া 'তওবা' ও 'এস্তেগফার' দ্বারা নিজ ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন। কিন্তু এখনো যদি শৈথিল্য করেন তবে আল্লাহ্‌তা'লা না-রাজ হইবার আশঙ্কা আছে।

৪। আপনি আল্লাহ্‌র এক প্রেরিত-পুরুষের জমাত-ভুক্ত; অতএব সাবেকুনুল-আওয়ালুন বা অগ্রণীদের শ্রেণী-ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করার আপনার অধিকার আছে। সুতরাং তাহা লাভ করিবার জন্য আপনার যথা-সম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

৫। আপনি যদি ওয়াদা পূর্ণ করিয়া থাকেন তবে বিশেষভাবে দোয়া করিবেন যেন আপনার অন্যান্য ভাইদিগকেও আল্লাহ্‌তা'লা ওয়াদা পূর্ণ করিবার তৌফিক দেন।

৬। আপনি যদি তাহরিকের কর্ম্মী হইয়া থাকেন তবে অদ্য হইতেই অন্যান্য নিষ্ঠাবান ভ্রাতাগণের সাহায্য লইয়া বকায়া ওসল করিতে প্রবৃত্ত হউন, যেন আপনি ও আপনার বংশ ঐশী সাহায্য লাভ করিতে পারেন।

৭। চেষ্টা করুন যেন আপনার এবং আপনার এলাকার সকল লোকের ওয়াদা **অক্টোবর মাস মধ্যে** পূর্ণ হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলেরই সাথী হউন এবং আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে তৌফিক দিন যেন আপনি সিলসিলার এক জন নিষ্ঠাবান খাদেম হইতে পারেন এবং দুর্ব্বল ও গাফেল না হন।

খাকসার

মীরজা মাহমুদ আহমদ

সুধীজন সদনে

[আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব—আহমদীয়া মিশনারী]

(১)

সু-খবর

১। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসিহ হজরত ইমাম মাহদী আঃ আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনিই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত "কল্কি-অবতার।"

২। তিনি "আহমদীয়া সঙ্ঘ" নামে এক বিরাট মুস্‌লিম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

৩। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ধর্ম্ম—ইস্‌লামের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এই সংঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪। দুনিয়ার যাবতীয় অকল্যাণ দূর হইয়া যাইবে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুনিয়ার জাতি-সমূহ এক হইয়া যাইবে। ইহাই এই মহা-পুরুষের আবির্ভাবের ভাবী ফল ও ভবিষ্যদ্বাণী।

৫। পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে এই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহ্‌মদ ব আহ্‌মদ। এই কাদিয়ানই আহমদীগণের দারুল খেলাফত বা কেন্দ্র।

৬। এই কাদিয়ান হইতে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য বহু কেতাব ও পত্রিকাদি বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার নানাস্থানে আহমদী মিশন ও মিশনারী যাইয়া শত সহস্র অমোসলমানদিগকে তৌহীদের কলেমা ও রেসালতের সাম্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে।

৭। প্রত্যেক ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিকে আমরা এই পবিত্র সঙ্ঘে যোগদান করিয়া বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধনায় ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছি।

৮। কুসংস্কার ও শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অন্ধ অনুকরণ হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিলে আমরা দুনিয়ার যাবতীয় ধর্ম্মের মৌলিক সত্যতা ও ইস্‌লামের সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়তা স্বীকার করিতে পারিব।

৯। আহমদীয়া সংঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দেখিতে পাইয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন যে, ইস্‌লামের মধ্যেই দুনিয়ার যাবতীয় মূল ধর্ম্ম সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

১০। ধর্ম্মই যখন ধার্ম্মিকের প্রাণ, তখন শুধু ভ্রান্তি-সুলভ কতকগুলি সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া আল্লাহর দেওয়া বিবেক ও বিচার বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

(২)

ভাবিবার বিষয়

১। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে-সমস্ত মহা-পুরুষ মানুষের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিয়োজিত হন, মানুষ নিজেদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁহাদের দাবীর সত্যাসত্যের মীমাংসা করিতে চায়। ফলে ভ্রান্ত জগদ্বাসী ও আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহা পুরুষদের মধ্যে মস্ত বড় একটা বিরোধ বাঁধিয়া যায়। এই বিরোধের ভিতর দিয়াই আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণ ক্রমশঃ সফলতা লাভ করিতে থাকেন। এইরূপে একটা নূতন সংস্কৃত সমাজের পত্তন হয়। সমগ্র দুনিয়ার মোকাবেলাতে আল্লাহ্‌র প্রেরিতদের এই সফলতাই তাঁহাদের সত্যতার একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

২। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আবির্ভাবের দাবী করেন যাঁহারা, তাঁহাদের সত্যাসত্য যদি সমসাময়িক পীর, পুরোহিত, মুন্সি, মৌলবী, ফকিহী ও ফরিসীদের মীমাংসার উপর নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে অতীত দুনিয়ার একজন মহাপুরুষকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। শাস্ত্র ব্যবসায়ী আলেমদের অধিকাংশই যে তাঁহা-দিগকে প্রত্যাখান করিয়াছে।

৩। যাঁহারা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, তাঁহারা দৈব প্রভাবেই মহাপুরুষদিগকে চিনিতে পারেন।

দৈব নিদর্শন বা মোজেযা, আল্লাহ্‌র সাহায্য, সমগ্র দুনিয়ার প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া একা একটী মানুষের সফলতার ভবিষ্যদ্বাণী ও তাহা পূর্ণ হওয়া, অধর্ম্মের প্রভাবের যুগে ধর্ম্ম ভাবাপন্ন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা, দাবীকারকের চরিত্রের অসাধারণ পবিত্রতা, পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া, দাবী-কারকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া—ইত্যাদি আল্লার প্রেরিতত্বের পরিচায়ক। পীর-পুরোহিতদের ফৎওয়া নহে।

৪। আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুল ব্যতিরেকে আর সকলের মীমাংসাতেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে।

আমি যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি বা আমার পীর বা পুরোহিত যাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাতে ভুল হইতে পারে না, এরূপ অহমিকা ও মানুষ-পূজায় যাহাদের হৃদয় কলুষিত হইয়াছে তাহারা আল্লার প্রেরিত সংস্কারকদিগকে চিনিতে পারে না।

৫। "কল্কি অবতার" যদি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূলে আসেন তাহা হইলে কলিতে একাকার হইবার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়া যায়।

আর প্রতিশ্রুত মসিহ যদি খৃষ্টান ধর্ম্ম নিয়া আসেন তাহা হইলে বনি-ইস্রাইল ভিন্ন অপর জাতিকে এই ধর্ম্ম দেওয়া যাইতে পারে না; দুনিয়াতে স্বর্গের রাজ্য, শান্তির রাজ্য স্থাপন হইবার ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা হইয়া যায়।

তাই কল্কি অবতার ও প্রতিশ্রুত মসিহ এবার আসিয়াছেন, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ধর্ম্ম, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ে গঠিত সাম্যের ধর্ম্ম—ইস্‌লামের মধ্য হইতে—হজরত মোহম্মদ মুস্তাফা ছাঃ-র উম্মতের প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী হইয়া। তাই দুনিয়াতে শান্তির রাজ্য—স্বর্গের রাজ্য স্থাপন হইয়া একাকার ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। দুনিয়ার যাবতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের সত্যতা জগতময় স্বীকৃত হইবার সময় আসিয়াছে।

৬। দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক মোসলমানও প্রতিশ্রুত মসিহ বলিতে বনি-ইস্রায়েলের মসিহকেই বুঝেন এবং খৃষ্টানদের মত তাহাকে সশরীরে আসমানে জীবিত মনে করেন।

আল্লাহর কালাম ও হজরতের হাদীসের প্রতি মুক্ত চিত্তে লক্ষ্য করিলেই তাহারা দেখিতে পাইতেন যে, বনি ইস্রায়েলের ইসা মসিহ আঃ মরিয়া গিয়াছেন এবং "প্রতিশ্রুত মসিহ" "ইমাম মাহদী" হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন।

রসুলের হাদীসে ও আল্লাহ্‌র কালামে প্রত্যেক নেক্ বান্দাকেই মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম বলা হইয়াছে।

৭। কাদিয়ানে সেই প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদী বা কল্কি অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি।

৮। কুসংস্কার ও শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অন্ধ অনুকরণ হইতে মুক্ত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলে ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী ধর্ম্ম-যাজকদের কঠোর ব্যবস্থায় নির্ভিক হইয়া বিচার করিলে এই মহাপুরুষের সত্যতা উপলব্ধি করা কাহারও জন্য কঠিন হইবে না।

(৩)

তিনটি প্রশ্ন

১। হজরত রসুলে করীম ছাঃ বলিয়া গিয়াছেন—

"নিশ্চয়ই আল্লাহতালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শত বৎসরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব করিবেন, যিনি তাহাদের ধর্ম্মকে সংস্কার করিয়া দিবেন।"

ইস্‌লামিক পারিভাষায় এই রকম সংস্কারককে মুজাদ্দিদ বলা হয়।

হজরত রসুল করীম ছাঃ এর পর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যেক শতাব্দীতে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

আজ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অর্দ্ধ শত বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে এবং কোথায়? এই শতাব্দীতে কি হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল না?

২। ইমাম মাহদীয়ে আখেরি জমান আবির্ভূত হইবার যে-সময় কোরাণ, হাদীস ও ওলি-আওলিয়াদের কাশফ্ হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা ১৪শ শতাব্দীর শির্ষ-ভাগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কাদিয়ানে প্রকাশিত ইমাম মাহদী যদি সেই প্রতিশ্রুত মাহদী না হইয়া থাকেন তবে হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হইল না কেন?

৩। কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী যে-খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এই খেলাফত যদি ইসলামের প্রকৃত খেলাফত না হয়, তাহা হইলে আজ মুস্‌লিম জগতের খলিফা কে এবং কোথায়?

মোসলমানদের সর্ব্ববাদীসম্মতি মতে খেলাফত ধর্ম্মের অঙ্গীভূত; মুস্‌লিম জগতের খেলাফত-আন্দোলনও খেলাফতকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; তাহা হইলে খেলাফত বিহীন সমাজে ধর্ম্ম আছে কি?

(৪)

চারিটি আয়াত

১। "তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহতালা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি এই পৃথিবীতে তাহাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যেরূপ খেলাফত তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের ধর্ম্মকে যাহা আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন—দৃঢ় করিয়া দিবেন, এবং ভীত হইবার পরে তাহাদিগকে নিরাপদ করিবেন। তাহারা আমার এবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবে না"। "তৎপর যাহারা কুফ্‌র করিবে তাহারাই প্রকৃত পাপী"। (সুরা নূর, কোরান, ৭ম রকু, আয়াত ৫৫)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তালা কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ধর্ম্মের দিক দিয়া মোসলমানগণ অত্যন্ত কমজোর হইয়া পড়িবে, অমোসলমান প্রভাব দিন দিন মোস্‌লেম প্রভাবকে এত ক্ষীণ করিয়া দিবে যে, মোসলমানদের টিকিয়া থাকাই দায় হইবে এবং মোসলমানগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িবে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়া আল্লাহ্‌-তালা তাহাদের ধর্ম্মকে মজবুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের প্রভাবও পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

২। "ইতিপূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণাদি সহ ইয়োসফ্ আসিয়াছিলেন, তিনি যাহা নিয়া আসিয়াছিলেন তোমরা কিন্তু উহাতে অনবরত সন্দিহানই ছিলে, অতঃপর তিনি যখন মরিয়া গেলেন, তোমরা বলিলে, আল্লাহ্‌তালা আর কখনও কোন রসুল পাঠাইবেন না। এই প্রকারেই আল্লাহ্‌তালা সন্দিহান সীমা-লঙ্ঘণকারীদিগকে গোমরাহ করিয়া থাকেন।"

(কোরান, সুরা মুমেন রুকু ৪ আয়াত ৩৬)

৩। "হে মোমেনগণ তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণা-দায়ক আজাব হইতে রক্ষা করিবে—(তাহা হইল আবার) আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি ইমান আনিবে, ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করিবে"।

(কোরান, সুরা ছফ, রুকু ২, আয়ত ১০।১১)

৪। "হে মোমেনগণ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সহায় হও, ঠিক এই রকম ভাবে যেমন ইসা ইব্‌নে মরিয়ম যখন হাওয়ারীদিগকে বলিয়াছিলেন, কে আছ আল্লার পথে আমার সহায়। তখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিলেন। আমরা আছি আল্লার পথের সহায়" (হে মোমেনগণ। তোমরাও ঠিক এই রকম আল্লাহর পথের সহায় হও)।" (কোরান, সুরা ছফ, রুকু ২, আয়ত ১৩)

মোসলমানদিগকে আবার নূতন করিয়া ইমান আনিতে হইবে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের অধীনে কেন্দ্রীভূত হইয়া হজরত ইসা আঃ-এর হাওয়ারীদের মত ধন-প্রাণ দিয়া আল্লাহর পথের সহায় হইতে হইবে।

তাই আল্লাহতালা এই উম্মতের প্রতিশ্রুত খলিফা ইমাম মাহদীকে মসিহ নামে পাঠাইয়াছেন।

মৌলানা সাহেবের এদিক্ ওদিক্

("কাদিয়ানি-রদের" জোয়াবের যৎকিঞ্চিৎ)

হজরত রস্থলে করিম ছাঃ বলিয়াছেন—

یو شك ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمه ولا یبقی من القران الا رسمه مساجد هم عامرة وهی خراب من الهدی علماء هم شر من تحت ادیم السماء منهم تخرج الفتنة وفیهم تعود—
(رواه البیهقی)

"অচিরে মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে যে, ইস্লামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না—কোরানের লিখা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না; তখনকার মসজিদগুলি খুব আবাদ হইবে কিন্তু উহাতে প্রকৃত হেদায়ত থাকিবে না, তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহাদের মধ্য হইতেই ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে তাহাদেরই মধ্যে ঝগড়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" (মিশ্কাত)।

আমাদের দাবী এই যে, বর্ত্তমান যুগই সেই যুগ যাহার সম্বন্ধে হজরত রস্থলে করাম ছাঃ উপরে উল্লিখিত হাদীছে মানুষকে সতর্ক করিয়াছেন। বর্ত্তমান জমানার ওলামা, ওয়ায়েজ, সাহিত্যিক ও কর্ম্মী তাহাদের পুস্তকাদিতে, বক্তৃতা-মঞ্চে এবং মাসিক ও দৈনিক প্রভৃতি পত্রিকায় বর্ত্তমান যুগের মোসলমানদের ইমান ও আমলের শোচনীয় অধঃপতনের ক্রন্দন করিতেছেন। যাহাদের প্রাণে সত্যিকার ইস্লাম-প্রীতি ও খোদার-ভয় আছে তাহাদের পক্ষে মোসলমানগণের এহেন শোচনীয় অধঃপতনের যুগে ইমাম মাহদী মসিহে মাওউদ হজরত মীর্জা গোলাম আহমদ আঃ-এর দাবী আলোচনা করিতে গিয়া বহছ জিতিবার আগ্রহ ও প্রকৃত সত্য গোপন করিবার চেষ্টা যে নিতান্তই জঘন্য অপকর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। দুঃখের বিষয়, 'কাদিয়ানী-রদে'র লিখক মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এরূপই করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম্মের মূল ভিত্তি—কোরান শরীফই হজরত মসিহে মাওউদের আঃ দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট। মৌলানা সাহেব প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিরাট পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ কোরান শরীফে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার যে-মাপকাঠি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তিনি মোটেই স্পর্শ করেন নাই। এইরূপ ক্ষেত্রেই কোরানের ভাষায় বলিতে হয়—نبذ وا وراء ظهورهم (ال عمران)—"তাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছে।" (আল-এমরান)

এই শ্রেণীর আলেমদের অবস্থা ব্যক্ত করিবার জন্যই কোরানের ভাষায় রস্থলে করীম ছাঃ আল্লাহতালার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছেন—

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (فرقان)

"হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার কৌম এই মহিমান্বিত কোরানকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে"।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কোরানে উল্লিখিত মাপ-কাঠি পেশ করা তাহার পক্ষে সুবিধা-জনক নহে দেখিয়া পরস্পর বিরোধী কতকগুলি হাদীছের রেওয়ায়েতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্ঞানীজন বলেন—الغريق يتشبث بالحشيش—"ডোবিবার সময় লোকে তৃণ খণ্ডকেই আঁকড়াইয়া ধরে"। মৌলানা সাহেবও কোরান ও হাদীছে সুবিধা না পাইয়া ফতুহাতে মক্কিয়া, মকতুবাদে আহমদীয়া ও অবশেষে কেয়ামত-নামার পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কোরান শরীফের দিকে রুজু করিবার যিনি সাহস করেন নাই—হাদীছে যাহাকে মোটেই সাহায্য করে নাই—তাহার পক্ষে এই সমস্ত কিতাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে কোন লাভ নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা-হউক, মৌলানা সাহেবকে—رسا نيدن با يد تا بخانه—তাহার ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

ফতোহাতে মক্কিয়া

'ফতোহাতে মক্কিয়া' হজরত মুহিউদ্দিন-ইবনে-আরবীর এক খানা বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতেও বহু সময়ের দরকার। এই বিরাট গ্রন্থ হইতে মৌলানা সাহেব এক সুদীর্ঘ এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কিতাবের কোন্ পৃষ্ঠায়, কোন্ অধ্যায় ও কোন্ খণ্ড হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। কি সাধু উদ্দেশ্যে মৌলানা সাহেব এইরূপ করিয়াছেন, আসল কিতাব খানা পাঠ করিলে তাহা অতি সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়।

মৌলানা সাহেব তাহার উদ্ধৃত এবারতের—যে-বাক্যের তরজমা করিয়াছেন—'কেবল বিশুদ্ধ ইস্লাম ধর্ম্ম বাকী

থাকিবে" তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তি বাক্যেই হজরত-ইবনে-আরবী বলিয়াছেন :—

اعداءه مقلدة العلماء اهل الاجتهاد لما يرونه من
الحكم بخلاف ما ذهبت اليه ائمتهم (فتوحات جلد ٢ باب ٧٣)

"মুকাল্লেদ আলেমগণ ইমাম মাহ্‌দীর শত্রু হইবে, যেহেতু তাহারা দেখিতে পাইবে যে, ইমাম মাহ্‌দীর মীমাংসা তাহাদের ইমামদের মতের বিরুদ্ধে যাইতেছে"।

এই এবারত ও ইহার তরজমা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বাদ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি হজরত-ইবনে-আরবীর ব্যক্তিগত অভিমত উদ্ধৃত করেন নাই। ইমাম মাহদী সম্বন্ধে যে-সকল রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, হজরত-ইবনে-আরবী প্রথমতঃ এইগুলি একত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং পরে নিজস্ব অভিমত লিখিয়াছেন। হজরত-ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত বাদ দিয়া, ঐ সকল রেওয়ায়েতের সংগ্রহকে তাঁহার নিজের অভিমতরূপে উপস্থিত করা একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী আলেমের পক্ষে যে নিতান্তই হীন রুচির পরিচায়ক ও তাক্‌ওয়া পরহেজগারীর খেলাফ্‌ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হজরত ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত এই :—

فاعلم انى على الشك من مدة اقامة هذا
المهدي اما ما في هذه الدنيا فانى ما طلبت من الله
تحقيق ذالك ولا تعيينه وتعين حادث من حوادث
الاكوان الا ان يعلمني الله به ابتداء لا عن طلب
فانى اخاف ان يفوتنى معرفتى به تعالى حظ في
الزمان الذى اطلب فيه منه تعالى معرفة كون

"জেনে রেখ যে আমি এই মাহদীর এই পৃথিবীতে ইমাম হইয়া আসার নির্দ্ধারিত সময় সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করি, কেন-না, আমি এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন তহকীক তলব করি নাই, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা জানিতেও চাহি নাই, এবং জগতের কোন ঘটনায় ঘটনা সম্বন্ধে জানিতে চাওয়া আমার অভ্যাসও নয়, যদি না তিনি নিজে থেকে আমাকে কিছু জানাইয়া দেন। যেহেতু আমি ভয় করি যে, যে-সময় আমি এই সমস্ত ঘটনায় ঘটনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য সময় ক্ষেপন করিব, সেই সময় আল্লাহ্‌র মারফতের দিক দিয়া ততটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইব; বরং আমি আল্লাহ্‌র রাজ্য আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দেই। তিনি তাঁহার রাজ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।"

(ফতোহাতে মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৬ অধ্যায়)।

এতদ্ব্যতীত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ফতোহাতে মক্কিয়ার যে-অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা-যে হজরত-ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই উদ্ধৃত অংশই যথেষ্ট। কারণ ঐ উদ্ধৃত অংশে এমন কথা আছে যাহা হজরত ইবনে-আরবী-ত দূরের কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ভাষায় ঐ কথাটির তরজমা এই—

"আল্লাহ তাহা দ্বারা (ইমাম মাহদী দ্বারা) এরূপ কল্যাণ সাধন করিবেন যাহা কোরান শরীফ দ্বারা করেন নাই।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, ইমাম মাহদী আঃ—নবীকূল শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ ছাঃ হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন, আঁ হজরত ছাঃ কোরান শরীফ দ্বারা জগতের যে-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ইমাম মাহদী আঃ আসিয়া তাহা হইতেও অধিকতর কল্যাণ সাধন করিবেন? যদি তিনি এরূপ আকিদা না রাখেন তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে ইহা পেশ করিলেন কেন? এই উক্তিকে একটা গলত রেওয়ায়েত বা ছহী রেওয়ায়েতের গলত অর্থ মনে করিয়া পরিত্যাগ করাই ইমানদারের কাজ ছিল।

কাদিয়ান সালানা জলসার চাঁদা

সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বিগত এক মজ্‌লিসে-শুরায় কাদিয়ান সালানা জলসার চাঁদা এক মাসের আয়ের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সকলই এই হারেই চাঁদা আদায় করিয়া আসিতেছেন। সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বর্ত্তমান বৎসরের মজলিসে-শুরায়ও এই হারই বহাল রহিয়াছে।

কাদিয়ানের সালানা জলসা একটি বিরাট ও অলৌকিক ব্যাপার, ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৎসর রীতিমত এরূপ এক মহা সম্মেলনীর অনুষ্ঠান হওয়া এবং জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির সহস্র সহস্র লোক একত্র সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করা এবং বিশ ত্রিশ হাজার লোকের অতিথি-সৎকার—তাহাদের পানাহার, শয়ন, ঔষধ-পথ্যাদি ও অন্যান্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা করা জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব এই মহা পুণ্যানুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করা এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহে সাহায্য করা প্রত্যেক মোমেনেরই উচিত।

সে-মতে সকল বন্ধুগণ ও জমাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবানের খেদমতে নিবেদন এই যে, আপনারা সকলই উপরুক্ত হারে এই মহা পুণ্যানুষ্ঠানের চাঁদা আদায় করিতে যত্নবান হইবেন এবং যথা-সম্ভব সত্বর এই চাঁদা আদায় করিয়া প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অফিসে প্রেরণ করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

রোজা সম্বন্ধে কয়েকটি হাদীস

(১)

রোজার প্রতিদান আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং

"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতা'লার নিকট হইতে মানুষ তাহার প্রত্যেক নেকী বা পুণ্য কাজের প্রতিদান দশ গুণ হইতে এক শত গুণ পর্য্যন্ত লাভ করে। কিন্তু রোজার প্রতিদান এরূপ নহে: ইহার প্রতিদান (খোদাতা'লা বলেন) আমি স্বয়ং, কারণ আমার বান্দাগণ নিজেদের আকাঙ্ক্ষা এবং পানীয় ও আহার্য্য আমার সন্তোষ লাভের জন্য বর্জ্জন করে। রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে—একটি আনন্দ এফ্‌তারির সময় এই অনুভূতি দ্বারা লাভ হয় যে, সে খোদার জন্য উপবাস পূর্ণ করিয়াছে। দ্বিতীয় আনন্দ নিজ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ লাভের সময় লব্ধ হইবে। রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও উত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়। রোজা কুকর্ম্ম হইতে বাঁচিবার একটি আশ্রয় স্বরূপ। রোজাদারের উচিত কুকথা ও বৃথা বাক্যালাপ না করে, কেহ গালি দিলে বা ঝগড়া করিলে তাহাকে বলিয়া দেয়, "আমি রোজাদার।" (বুখারী ও মুসলিম)

(২)

রোজার প্রতিদান স্বর্গের ফল

"হজরত ওম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে-মোমেন বান্দা দিন ভরিয়া রোজা রাখেন, নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বাঁচিয়া থাকেন এবং অন্যায় রূপে মোসলমানদের ধন না খান, আল্লাহতা'লা ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে স্বর্গের ফল খাওয়াইবেন।" (মছনদ ইমাম আবী হানীফা)।

(৩)

মিথ্যা-কথায় রোজা নষ্ট হয়

"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আঁ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি মিথ্যা-বলা এবং মিথ্যাচরণ পরিত্যাগ না করিবে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহার ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত থাকার কোন পরওয়া করিবেন না।" (বুখারী, আবু-দাউদ)

(৪)

রমজান মাসে স্বর্গীয় আশীষের দ্বার উন্মুক্ত হয়

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, রমজান মাস আরম্ভ হইলে আকাশ হইতে স্বর্গীয় আশীষের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। অপর রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, দুজখের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আর এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, রমজান মাসে আল্লাহ্‌তা'লার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। (বুখারী ও মুসলীম)

(৫)

রহজানে কোরান পাঠ

"হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন-উমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, রোজা ও কোরান-পাঠ বান্দার 'শাফাত' (সুপারিশ) করিবে। রোজা নিবেদন করিবে, "হে প্রভো! আমি এই ব্যক্তিকে দিনের বেলায় আহার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে বিরত রাখিয়াছি, অতএব আমার শাফাত তাহার সাপক্ষে গ্রহণ কর। আর যে-ব্যক্তি রাত্রিতে উঠিয়া কোরান-করীম পাঠ করেন, তাঁহার সম্পর্কে কোরান বলিবে, "আমি এই বান্দাকে রাত্রে শয়ন হইতে বিরত রাখিয়াছি, অতএব তাঁহার সাপক্ষে আমার শাফাত গ্রহণ। এইরূপে রোজা ও কোরান-পাঠ উভয়ে মিলিয়া তাহার জন্য শাফাত করিবে।" (বয়হাকী)

রোজা ও ফেৎরানা

রোজা একটি পুণ্যময় অনুষ্ঠান। ইহা ইসলামের চারিটি প্রধান অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। ইহার 'বরকত' বা কল্যাণের কথা সকলই অবগত আছেন। উপরোক্ত হাদিস কয়টি হইতেও এই অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। রোজার এক উদ্দেশ্য—নিঃস্ব ও অনাহার-ক্লিষ্ট লোকদের কষ্ট অনুভব করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এই জন্যই এই মাসে রসুল করীম (সাঃ) গরীব ও নিঃস্ব লোকদের সাহায্য ও সহানুভূতি করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তাকীদ করিয়া ফেৎরাণা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব রোজা থাকিয়া ফেৎরাণা আদায় না করিলে রোজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং উপবাস বৃথাই হয়। অতএব ফেৎরাণা প্রদান করা প্রত্যেক রোজাদারেরই উচিত। এই ফেৎরাণা পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিগণের পক্ষে হইতেই দেয়, এমন কি, সদ্য-জাত শিশুর পক্ষ হইতেও দেয়। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ফেৎরাণা নিজেই আদায় করিবেন। আর যাহারা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষ হইতে তাহাদের পরিবারের কর্ত্তা বা উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তি আদায় করিবেন। এই ফেৎরাণার হার রসুল করীম (সাঃ) এক 'صاع' অর্থাৎ তিন সের আটা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তবে অক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য অর্দ্ধ 'صاع' অর্থাৎ দেড় সের আটা দেওয়াও জায়েজ আছে, কিন্তু পূরা দেওয়াই মুস্তাহাব বা বাঞ্ছনীয়। আটা না দিয়া তাহার মূল্যও দেওয়া যায়। বর্ত্তমান বাজার-দর হিসাবে তিন সের আটার দাম ।৶০ এবং দেড় সেরের দাম ৶০ হয়। ঈদের পূর্ব্বেই এই ফেৎরাণা আদায় করা উচিত যেন যথা-সময়ে গরীবদিগকে তাহা দান করা যায়। সে-মতে সকল জমাতের আমীর, প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবানের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ জমাতের চাঁদা আদায় করিয়া স্থানীয় আঞ্জোমনের জন্য টাকা প্রতি /৫ হারে রাখিয়া অবশিষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন অফিসে প্রেরণ করিয়া দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জমাতে ফেরাণার পাইবার যোগ্য কোন গরীব থাকিয়া থাকিলে তাহাদের নামও পাঠাইবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

জগৎ আমাদের

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের স্বাস্থ্য

হজরত আবীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ ছানি (আইঃ) শিমলায় যাইয়া অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সে-জন্য আল্‌ফজল পত্রিকায় জমাতের ভ্রাতা-ভগ্নিগণের খেদমতে দোয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন জানান হইয়াছে। সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এই প্রাণ হইতেও প্রিয় ইমামের দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে দোয়া করিয়াছেন। ১৫ই অক্টোবরের খবর এই যে, খোদাতা'লার ফজলে হুজুরের শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। বন্ধুগণ এই মোবারক রমজান মাসে তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভ ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারি রাখিবেন।

লণ্ডন সংবাদ

১৪ই অক্টোবর মৌলবী জালালউদ্দীন শামস সাহেব লণ্ডন হইতে তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, এরুপ্লেনের আক্রমণ পূর্ব্ব-বৎ জারি আছে। মিঃ বদরুদ্দীন বাণ্ড (আহমদী) আহত হইয়াছেন। মিঞা মোহাম্মদ লতীফ সাহেব আহমদী (মিঞা মোহাম্মদ শরীফ—রিটায়ার্ড এডিসনেল ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেবের পুত্র, যিনি বিমান-পরিচালন বিদ্যায় ট্রেনিং লাভ করিবার জন্য লাহোর হইতে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন) নিরাপদে পৌছিয়াছেন। দোয়ার আবশ্যক।

এই রমজান মাসে বন্ধুগণ ইংলণ্ডের ভ্রাতা-ভগ্নিগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

খোদাতা'লার ফজলে বিগত ১০ই, ১১ই ও ১২ই অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন অতি শৃঙ্খলা ও সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল-মাহমদী প্রাঙ্গনে মহা-সমারোহে এই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। কাদিয়ান হইতে সদর আঞ্জোমান আহমদীয়ার প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী জোনাব মৌলবী আবদুল মগনি খান সাহেব তাঁহার স্ত্রীর অসুস্থতা নিবন্ধন কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে না পারায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বাংলার বিভিন্ন জিলা হইতে আহ্‌মদী, গয়ের-আহ্‌মদী ও হিন্দু ভ্রাতাগণ সভায় যোগদান করেন। সভায় আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব—আহমদীয়া মোসলেম মিশনারী, মৌলবী খলিলর রাহমান সাহেব বি-সি-এস, খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব—ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও জার্ম্মান মিশনারী প্রমুখ সুবিজ্ঞ বক্তাগণ বিভিন্ন ধর্ম্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে এবং জগতের বর্ত্তমান সমস্যাদি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতঃ শোতৃবর্গকে আপ্যায়িত করেন। সভার বিস্তৃত বিবরণ এবং বক্তৃতার সারমর্ম্ম, ইনশা-আল্লাহ্, আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং বিকালে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা বা কোন দিন ১২টা কি ১টা পর্য্যন্ত মজ্‌লিসে শুরার অধিবেশন হয়। তাহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার চাঁদা আদায়, মোবাল্লেগগণের সফর খরচ, আহমদী পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ, তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগ ইত্যাদি বহু জরুরী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সকল রিজলিউসন-ও আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে ইন্‌শা আল্লাহ।

তৃতীয় দিবস মহিলাদের অধিবেশন হয়। তাহাতে খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এবং আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব নারী জাতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এবং ইসলামে নারীর স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় মহিলা ও বালিকা প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার-ও বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার বাসনা রহিল—ইন্‌শা-আল্লাহ্।

মোটের উপর এবারকার জলসা খোদাতা'লার ফজলে অতি সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ নিবাসী এক ভ্রাতা বয়েত করিয়াছেন এবং মোবাল্লেগ-গণের সফর খরচের জন্য ৩০০৲ টাকা ও বিরুদ্ধ-বাদীগণের এতেরাজের জওয়াব প্রকাশের জন্য আরো ৩০০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'লা এই কন্‌ফারেন্সের সকল কার্য্য মোবারক করুন—আমীন।

মোবাল্লেগগণের খবর

সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব বর্ত্তমানে ঢাকা, দারুৎ-তবলীগে আছেন। তিনি বিরুদ্ধ-বাদিগণের 'কাদিয়ানী-রদ' নামক একখানা পুস্তকের জওয়াব প্রকাশের কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। সকল ভ্রাতা-ভগ্নিগণ দোয়া করিবেন যেন এই কার্য্য অতি সত্বর এবং সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আছেন। তিনি এই রমজান মাস ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়ই থাকিবেন, তথায় কোরানের দরস দিবেন।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).